www.banglainternet.com

# Kazi Nazrul Islam

Shandha

## সূচিপত্র

সন্ধ্যা ৯
তরুণ তাপস ১০
আমি গাই তারি গান ১০
জীবন-বন্দনা ১২
ভোরের পাখি ১৩
কাল-বৈশাখী ১৪
নগদ কথা ১৬
জাগরণ ১৭
জীবন ১৯
যৌবন ১৯
তরুণের গান ২০
চল্ চল্ চল্ ২১
ভোরের সানাই ২৩
যৌবন-জল-তরঙ্গ ২৪
রীফ-সর্দার ২৬
বাংলার "আজিজ" ৩৩
সুরের দুলাল ৩৪
নিশীথ-অন্ধকারে ৩৬
শরৎচন্দ্র ৩৭
অন্ধ স্বদেশ-দেবতা ৪০
পাথেয় ৪১
দাড়ি-বিলাপ ৪২
তর্পণ ৪৬
না-আসা-দিনের কবির প্রতি ৪৮

Book scan – www.Banglainternet.com [bi]

— সাত শ' বছর ধরি'
পূর্ব-তোরণ-দুয়ারে চাহিয়া জাগিতেছি শর্বরী।
লজ্জায়-রাঙা ডুবিল যে রবি আমাদের ভীরুতায়,
সে মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করি যুগে যুগে হায়।
মোদের রুধিরে রাঙাইয়া তুলি মৃত্যুরে নিশিদিন,
শুধিতেছি মোরা পলে পলে ভীরু পিতা-পিতামহ-ঋণ!

লক্ষ্মী! ওগো মা ভারত-লক্ষ্মী! বল্, কতদিনে, বল্—
খুলিবে প্রাচী-র রুদ্ধ-দুয়ার-মন্দির-অর্গল ?
যে পরাজয়ের গ্লানি মুখে মাখি' ডুবিল সন্ধ্যা-রবি,
সে গ্লানি মুছিতে শত শতাব্দী দিতেছি মা প্রাণ-হবি !
কোটি লাঞ্ছনা-রক্ত-ললাট-পূর্ব-মন্দির-দ্বারে
মুছে যায় নিতি ললাট-রক্ত রাঙাতে পূর্বাশারে,
"ঐ এল ঊষা" ফুকারে ভারত হেরি' সে রক্ত-রেখা,
যে আশার বাণী লিখি মা রক্তে, বিধাতা মুছে সে লেখা !

সন্ধ্যা কি কাটিবে না ?
কত সে জনম ধরিয়া শুধিব এক জনমের দেনা ?
কোটি কর ভরি' কোটি রাঙা হৃদি-জবা লয়ে করি পূজা,
না দিস্ আশিস, চণ্ডীর বেশে নেমে আয় দশভুজা !
মোদের পাপের নাহি যদি ক্ষয়, যদি না প্রভাত হয়,
প্রলয়ঙ্করী বেশে আসি কর্ ভীরুর ভারত লয় !
অসুরের হাতে লাঞ্ছনা আর হানিস্‌নে শঙ্করী,
মরিতেই যদি হয় মা, দে বর, দেবতার হাতে মরি !

## তরুণ তাপস

রাঙা পথের ভাঙন-ব্রতী অগ্রপথিক দল !
নাম্ রে ধূলায়—বর্তমানের মর্ত্যপানে চল্ !
ভবিষ্যতের স্বর্গ লাগি'
শূন্যে চেয়ে আছিস্ জাগি',
অতীত কালের রত্ন মাগি'
নাম্‌লি রসাতল।
অন্ধ মাতাল ! শূন্য পাতাল হাতালি নিষ্ফল ॥

ভোল্ রে চির-পুরাতনের সনাতনের বোল্।
তরুণ তাপস ! নতুন জগৎ সৃষ্টি ক'রে তোল্।
আদিম যুগের পুঁথির বাণী
আজো কি তুই চল্‌বি মানি'?
কালের বুড়ো টানছে ঘানি
তুই সে বাঁধন খোল্।
অভিজাতের পান্‌সে বিলাস-দুখের তাপস ! ভোল্ ॥

## আমি গাই তারি গান

আমি গাই তারি গান—
দৃপ্ত-দম্ভে যে-যৌবন আজ ধরি' অসি খরশান
হইল বাহির অসম্ভবের অভিযানে দিকে দিকে।
লক্ষ যুগের প্রাচীন মমির পিরামিডে গেল লিখে'
তাদের ভাঙার ইতিহাস-লেখা। যাহাদের নিঃশ্বাসে
জীর্ণ পুঁথির শুষ্ক পত্র উড়ে গেল এক পাশে।



যারা ভেঙে চলে অপ-দেবতার মন্দির-আস্তানা,
বক-ধার্মিক নীতি-বৃদ্ধের সনাতন তাড়ি-খানা।
যাহাদের প্রাণ-স্রোতে ভেসে গেল পুরাতন জঞ্জাল,
সংস্কারের জগদ্দল-শিলা, শাস্ত্রের কঙ্কাল,
মিথ্যা মোহের পূজা-মণ্ডপে যাহারা অকুতোভয়ে
এল নির্মম মোহ-মুদ্‌গর ভাঙনের গদা লয়ে।
বিধি-নিষেধের চীনের প্রাচীরে অসীম দুঃসাহসে
দু'হাতে চালাল হাতুড়ি শাবল। গোরস্থানেরে চ'ষে
ছুঁড়ে ফেলে যত শব কঙ্কাল বসাল ফুলের মেলা,
যাহাদের ভিড়ে মুখর আজিকে জীবনের বালু-বেলা।

—গাহি তাহাদেরি গান
বিশ্বের সাথে জীবনের পথে যারা আজি আগুয়ান ! ...

—সে দিন নিশীথ-বেলা
দুস্তর পারাবারে যে যাত্রী একাকী ভাসালো ভেলা,
প্রভাতে সে আর ফিরিল না কূলে। সেই দুরন্ত লাগি'
আঁখি মুছি আর রচি গান আমি আজিও নিশীথে জাগি'।
আজো বিনিদ্র গাহি গান আমি চে'য়ে তারি পথ-পানে,
ফিরিল না প্রাতে যে জন সে-রাতে উড়িল আকাশ-যানে,
নব জগতের দূর সন্ধানী অসীমের পথ-চারী,
যার ভয়ে জাগে সদা সতর্ক মৃত্যু-দুয়ারে দ্বারী !
সাগর-গর্ভে, নিঃসীম নভে, দিগ্ দিগন্ত জু'ড়ে
জীবনোদ্বেগে তাড়া ক'রে ফেরে নিতি যারা মৃত্যুরে,
মানিক আহরি' আনে যারা খুঁড়ি' পাতাল যক্ষপুরী,
নাগিনীর বিষ-জ্বালা সয়ে করে ফণা হ'তে মণি চুরি।
হানিয়া বজ্র-পাণির বজ্র উদ্ধত শিরে ধরি'
যাহারা চপলা মেঘ-কন্যারে করিয়াছে কিঙ্করী।
পবন যাদের ব্যজনী দুলায় হইয়া আজ্ঞাবাহী,
এসেছি তাদের জানাতে প্রণাম, তাহাদের গান গাহি।

গুঞ্জরি' ফেরে ক্রন্দন মোর তাদের নিখিল ব্যেপে—
ফাঁসির রজ্জু ক্লান্ত আজিকে যাহাদের টুঁটি চেপে !
যাহাদের কারাবাসে
অতীত রাতের বন্দীনী উষা ঘুম টুটি' ঐ হাসে !

## জীবন-বন্দনা

গাহি তাহাদের গান—
ধরণীর হাতে দিল যারা আনি' ফসলের ফরমান।
শ্রম-কিণাঙ্ক-কঠিন যাদের নির্দয় মুঠি-তলে
ত্রস্তা ধরণী নজরানা দেয় ডালি ভ'রে ফুলে-ফলে।
বন্য-শ্বাপদ-সঙ্কুল জরা-মৃত্যু-ভীষণা ধরা
যাদের শাসনে হ'ল সুন্দর কুসুমিতা মনোহরা।
যারা বর্বর হেথা বাঁধে ঘর পরম অকুতোভয়ে
বনের ব্যাঘ্র ময়ূর সিংহ বিবরের ফণী লয়ে।
এল দুর্জয় গতি-বেগ সম যারা যাযাবর-শিশু
তারাই গাহিল নব প্রেম-গান ধরণী-মেরীর যিশু—
যাহাদের চলা লেগে
উল্কার মত ঘুরিছে ধরণী শূন্যে অমিত বেগে !

খেয়াল-খুশিতে কাটি' অরণ্য রচিয়া অমরাবতী
যাহারা করিল ধ্বংস সাধন পুনঃ চঞ্চলমতি,
জীবন-আবেগ রুধিতে না পারি' যারা উদ্ধত-শির
লঙ্ঘিতে গেল হিমালয়, গেল শুষিতে সিন্ধু-নীর।
নবীন জগৎ সন্ধানে যারা ছুটে মেরু-অভিযানে,
পক্ষ বাঁধিয়া উড়িয়া চলেছে যাহারা ঊর্ধ্বপানে।



তবুও থামে না যৌবন-বেগ, জীবনের উল্লাসে
চলেছে চন্দ্র-মঙ্গল-গ্রহে স্বর্গে অসীমাকাশে।
যারা জীবনের পসরা বহিয়া মৃত্যুর দ্বারে দ্বারে
করিতেছে ফিরি, ভীম রণভূমে প্রাণ বাজি রেখে হারে।

আমি মরু-কবি—গাহি সেই বেদে বেদুঈনদের গান,
যুগে যুগে যারা করে অকারণ বিপ্লব-অভিযান।
জীবনের আতিশয্যে যাহারা দারুণ উগ্রসুখে
সাধ ক'রে নিল গরল-পিয়ালা, বর্শা হানিল বুকে !
আষাঢ়ের গিরি-নিঃস্রাব-সম কোনো বাধা মানিল না,
বর্বর বলি' যাহাদের গালি পাড়িল-ক্ষুদ্রমনা,
কূপ-মণ্ডুক "অসংযমী"র আখ্যা দিয়াছে যারে,
তারি তরে ভাই গান রচে যাই, বন্দনা করি তারে।

## ভোরের পাখি

ওরে ও ভোরের পাখি !
আমি চলিলাম তোদের কণ্ঠে আমার কণ্ঠ রাখি'।
তোদের কিশোর তরুণ গলার সতেজ দৃপ্ত সুরে
বাঁধিলাম বীণা, নিলাম সে সুর আমার কণ্ঠে পু'রে।
উপলে নুড়িতে চুড়ি কিঙ্কিণী বাজায়ে তোদের নদী
যে গান গাহিয়া অকূলে চাহিয়া চলিয়াছে নিরবধি—
তারি সে গতির নূপুর বাঁধিয়া লইলাম মম পায়ে,
এরি তালে মম ছন্দ-হরিণী নাচিবে তমাল-ছায়ে।

যে গান গাহিলি তোরা,
তারি সুর লয়ে ঝরিবে আমার গানের পাগল-ঝোরা।
তোদের যে গান শুনিয়া রাতের বনানী জাগিয়া ওঠে,
শিশু অরুণেরে কোলে ক'রে উষা দাঁড়ায় গগন-তটে,

গোঠে আনে ধেনু বাজাইয়া বেণু রাখাল বালক জাগি',
জল নিতে যায় নব আনন্দে নিশীথের হতভাগী,
শিখিয়া গেলাম তোদের সে গান ! তোদের পাখার খুশি—
যাহার আবেগে ছুটে আসে জেগে পুব-আঙিনায় ঊষী,
যাহার রণনে কুঞ্জে কাননে বিকাশে কুসুম-কুঁড়ি,
পলাইয়া যায় গহন-গুহায় আঁধার নিশীথ-বুড়ি,
সে খুশির ভাগ আমি লইলাম। অমনি পক্ষ মেলি'
গাহিব ঊর্ধ্বে, ফুটিবে নিম্নে আবেশে চম্পা বেলী !

তোদের প্রভাতী ভিড়ে—
ভিড়িলাম আমি, নিলাম আশয় তোদের ক্ষণিক নীড়ে।

ওরে ও নবীন যুবা !
তোদের প্রভাত-স্তবের সুরে রে বাজে মম দিল্‌রুবা।
তোদের চোখের যে জ্যোতি-দীপ্তি রাঙায় রাতের সীমা,
রবির ললাট হ'তে মুছে নেয় গোধূলির মলিনিমা,
যে-আলোক লভি' দেউলে দেউলে মঙ্গল-দীপ জ্বলে,
অকম্প যার শিখা সন্ধ্যার ম্লান অঞ্চল-তলে,
তোদের সে আলো আমার অশ্রু-কুহেলি-মলিন চোখে
লইলাম পুরি' ! জাগে "সুন্দর" আমার ধেয়ান-লোকে !

## কাল-বৈশাখী

১

বারেবারে যথা কাল-বৈশাখী ব্যর্থ হ'ল রে পুব-হাওয়ায়,
দধীচি-হাড়ের বজ্র-বহ্নি বারেবারে যথা নিভিয়া যায়,



কে পাগল সেথা যাস্ হাঁকি'—
"বৈশাখী কাল-বৈশাখী !"
হেথা বৈশাখী-জ্বালা আছে শুধু, নাই বৈশাখী-ঝড় হেথায়।
সে জ্বালায় শুধু নিজে পুড়ে মরি, পোড়াতে কারেও পারি নে, হায় ॥

২

কাল-বৈশাখী আসিলে হেথায় ভাঙিয়া পড়িত কোন্ সকাল
ঘুণ-ধরা বাঁশে ঠেকা-দেওয়া ঐ সনাতন দাওয়া, ভগ্ন চাল।
এলে হেথা কাল-বৈশাখী
মরা গাঙে যেত বান ডাকি',
বন্ধ জাঙাল যাইত ভাঙিয়া, দুলিত এ দেশ টাল্‌মাটাল।
শ্মশানের বুকে নাচিত তাথৈ জীবন-রঙ্গে তাল-বেতাল ॥

৩

কাল-বৈশাখী আসে নি হেথায়, আসিলে মোদের তরু-শিরে
সিন্ধু-শকুন বসিত না আসি' ভিড় ক'রে আজ নদীতীরে।
জানি না কবে সে আসিবে ঝড়
ধূলায় লুটাবে শত্রুগড়,
আজিও মোদের কাটেনি ক' শীত, আসে নি ফাগুন বন ঘিরে।
আজিও বলির কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া ওঠে নি মন্দিরে ॥

৪

জাগে নি রুদ্র, জাগিয়াছে শুধু অন্ধকারের প্রমথ-দল,
ললাট-অগ্নি নিবেছে শিবের ঝরিয়া জটার গঙ্গাজল।
জাগে নি শিবানী—জাগিয়াছে শিবা,
আঁধার সৃষ্টি—আসেনি ক' দিবা,
এরি মাঝে হায়, কাল-বৈশাখী স্বপ্ন দেখিলে কে তোরা বল্ !
আসে যদি ঝড়, আসুক, কুলোর বাতাস কে দিবি অগ্নে চল্ ॥

## নগদ কথা

দুন্দুভি তোর বাজল অনেক
অনেক শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর,
মুখস্থ তোর মন্ত্ররোলে
মুখর আজি পূজার আসর,—
কুম্ভকর্ণ দেব্‌তা ঠাকুর
জাগবে কখন্ সেই ভরসায়
যুদ্ধভূমি ত্যাগ ক'রে সব
ধন্না দিলি দেব্-দরজায়।
দেব্‌তা-ঠাকুর স্বর্গবাসী
নাক ডাকিয়া ঘুমান সুখে,
সুখের মালিক শোনে কি—কে
কাঁদছে নিচে গভীর দুখে।
হত্যা দিয়ে রইলি প'ড়ে
শত্রু হাতে হত্যা-ভয়ে,
কর্‌বি কি তুই ঠুঁটো ঠাকুর
জগন্নাথের আশিস্ লয়ে।
দোহাই তোদের ! রেহাই দে ভাই
উঁচুর ঠাকুর দেব্‌তাদেরে,
শিব চেয়েছিস্—শিব দিয়েছেন
তোদের ঘরে ষণ্ড ছেড়ে।
শিবের জটার গঙ্গাদেবী
বয়ে বেড়ান ওদের তরী,
ব্রহ্মা তোদের রম্ভা দিলেন
ওদের দিয়ে সোনার জরি !
পূজার থালা বয়ে বয়ে
যে হাত তোদের হ'ল ঠুঁটো,
সে হাত এবার নিচু ক'রে
টান্ না পায়ের শিকল দুটো !



ফুটো তোর ঐ ঢক্কা-নিনাদ
পলিটিক্সের বারোয়ারীতে—
দোহাই থামা ! পারিস্ যদি
পড়্ নেমে ঐ লাল-নদীতে।
শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিতে
গয়া সবাই পেলি ক্রমে,
একটু দূরেই যমের দুয়ার
সেথাই গিয়ে দেখ্ না ভ্রমে !

## জাগরণ

জেগে যারা ঘুমিয়ে আছে তাদের দ্বারে আসি'
ওরে পাগল, আর কতদিন বাজাবি তোর বাঁশি!
ঘুমায় যারা মখ্‌মলের ঐ কোমল শয়ন পাতি'
অনেক আগেই ভোর হয়েছে তাদের দুখের রাতি।
আরাম-সুখের নিদ্রা তাদের; তোর এ জাগার গান
ছোঁবে না ক' প্রাণ রে তাদের, যদিই বা ছোঁয় কান !

নির্ভয়ের ঐ সুখের কূলে বাঁধল যারা বাড়ি,
আবার তা'রা দেবে না রে ভয়ের সাগর পাড়ি।
ভিতর হ'তে যাদের আগল শক্ত ক'রে আঁটা
"দ্বার খোল গো" ব'লে তাদের দ্বারে মিথ্যা হাঁটা।
ভোল্ রে এ পথ ভোল্,
শান্তিপুরে শুন্‌বে কে তোর জাগর-ডঙ্কা-রোল !

ব্যথাতুরের কান্না পাছে শান্তি ভাঙে এসে
তাইতে যারা খাইয়ে ঘুমের আফিম সর্বনেশে

ঘুম পাড়িয়ে রাখছে নিতুই, সে ঘুম-পুরে আসি'
নতুন ক'রে বাজা রে তোর নতুন সুরের বাঁশি !
নেশার ঘোরে জানে না হায়, এরা কোথায় প'ড়ে,
গলায় তাদের চালায় ছুরি কেই বা বুকে চ'ড়ে,
এদের কানে মন্ত্র দে রে, এদের তোরা বোঝা,
এরাই আবার করতে পারে বাঁকা কপাল সোজা।
কর্ষণে যার পাতাল হ'তে অনুর্বর এই ধরা
ফুল-ফসলের অর্ঘ্য নিয়ে আসে আঁচল-ভরা,
কোন্ সে দানব হরণ করে সে দেব-পূজার ফুল—
জানিয়ে দে তুই মন্ত্র-ঋষি, ভাঙ্ রে তাদের ভুল।

বর্বরদের অনুর্বর ঐ হৃদয়-মরু চ'ষে
ফল ফলাতে পারে এরাই আবার ঘরে ব'সে।
বাঘ-ভালুকের বাথান তেড়ে নগর বসায় যারা
রসাতলে পশুবে মানুষ-পশুর ভয়ে তা'রা?
তাদেরই ঐ বিতাড়িত বন্য পশু আজি
মানুষ-মুখো হয়েছে রে সভ্য-সাজে সাজি'।
টান মেরে ফেল্ মুখোস তাদের, নখর দন্ত লয়ে
বেরিয়ে আসুক মনের পশু বনের পশু হয়ে !

তারই দানব অত্যাচারী—যারা মানুষ মারে,
সভ্যবেশী ভণ্ড পশু মার্‌তে ডরাস্ কারে ?
এতদিন যে হাজার পাপের বীজ হয়েছে বোনা
আজ তা কাটার এল সময়, এই সে বাণী শোনা !
নতুন যুগের নতুন নকীব, বাজা নতুন বাঁশি,
স্বর্গ-রানী হবে এবার মাটির মায়ের দাসী !



## জীবন

জাগরণের লাগল ছোঁয়াচ মাঠে মাঠে তেপান্তরে,
এমন বাদল ব্যর্থ হবে তন্দ্রা-কাতর কাহার ঘরে ?
তড়িৎ ত্বরা দেয় ইশারা, বজ্র হেঁকে যায় দরজায়,
জাগে আকাশ, জাগে ধরা-ধরার মানুষ কে সে ঘুমায় ?

মাটির নিচে পায়ের তলায় সেদিন যারা ছিল মরি',
শ্যামল তৃণাঙ্কুরে তা'রা উঠল বেঁচে নতুন করি'।
সবুজ ধরা দেখছে স্বপন আসবে কখন ফাগুন-হোলি,
বজ্রাঘাতে ফুটল না যে, ফুটবে আনন্দে সে কলি !

## যৌবন

—ওরে ও শীর্ণা নদী,
দু'তীরে নিরাশা-বালুচর লয়ে জাগিবি কি নিরবধি ?
নব-যৌবন-জল-তরঙ্গ-জোয়ারে কি দুলিবি না ?
নাচিবে জোয়ারে পদ্মা গঙ্গা, তুই র'বি চির-ক্ষীণা ?
ভরা আদরের বরিষণ এসে বারে বারে তোর কূলে
জানাবে রে তোরে সজল মিনতি, তুই চাহিবি না ভু'লে ?
দুই কূলে বাঁধি' প্রস্তর-বাঁধ কূল ভাঙিবার ভয়ে
আকাশের পানে চেয়ে র'বি তুই শুধু আপনারে লয়ে ?

ভেঙে ফেল্ বাঁধ, আশেপাশে তোর বহে যে জীবন-চল
তা'রে বুকে লয়ে দুলে ওঠ, তুই যৌবন-টলমল।
প্রস্তর-ভরা দুই কূল তোর ভেসে যাক্ বন্যায়,
হোক উর্বর, হাসিয়া উঠুক ফুলে ফলে সুষমায়।
—একবার পথ ভোল্,
দূর সিন্ধুর লাগি' তোর বুকে জাগুক মরণ-দোল।

## তরুণের গান

যে দুর্দিনের নেমেছে বাদল তাহারি বজ্র শিরে ধরি'
ঝড়ের বন্ধু, আঁধার নিশীথে ভাসায়েছি মোরা ভাঙা তরী ॥

মোদের পথের ইঙ্গিত ঝলে বাঁকা বিদ্যুতে কালো মেঘে,
মরু-পথে জাগে নব অঙ্কুর মোদের চলার ছোঁয়া লেগে,
মোদের মন্ত্রে গোরস্থানের আঁধারে ওঠে গো প্রাণ জেগে,
দীপ-শলাকার মত মোরা ফিরি ঘরে ঘরে আলো সঞ্চরি'॥

যে দুর্দিনের নেমেছে বাদল তাহারি বজ্র শিরে ধরি'
ঝড়ের বন্ধু, আঁধার নিশীথে ভাসায়েছি মোরা ভাঙা তরী ॥

নব জীবনের ফোরাত-কূলে গো কাঁদে কারবালা তৃষ্ণাতুর,
উর্ধ্বে শোষণ-সূর্য, নিম্নে তপ্ত বালুকা ব্যথা-মরুর।
ঘিরিয়া য়ুরোপ-এজিদের সেনা এপার, ওপার, নিকট, দূর,
এরি মাঝে মোরা আব্বাস সম পানি আনি প্রাণ পণ করি' ॥

যে দুর্দিনের নেমেছে বাদল তাহারি বজ্র শিরে ধরি'
ঝড়ের বন্ধু, আঁধার নিশীথে ভাসায়েছি মোরা ভাঙা তরী ॥

যখন জালিম ফেরাউন চাহে মুসা ও সত্যে মারিতে, ভাই,
নীল দরিয়ার মোরা তরঙ্গ, বন্যা আনিয়া তারে ডুবাই ;
আজো নমরুদ ইব্রাহীমেরে মারিতে চাহিছে সর্বদাই,
আনন্দ-দূত মোরা সে আগুনে ফোটাই পুষ্প-মঞ্জরী ॥

যে দুর্দিনে নেমেছে বাদল তাহারি বজ্র শিরে ধরি'
ঝড়ের বন্ধু, আঁধার নিশীথে ভাসায়েছি মোরা ভাঙা তরী ॥

ভরসার গান শুনাই আমরা ভয়ের ভূতের এই দেশে,
জরা জীর্ণেরে যৌবন দিয়া সাজাই নবীন বর-বেশে।



মোদের আশার উষার রঙে গো রাতের অশ্রু যায় ভেসে',
মশাল জ্বালিয়া আলোকিত করি ঝড়ের নিশীথ-শর্বরী ॥

যে দুর্দিনের নেমেছে বাদল তাহারি বজ্র শিরে ধরি'
ঝড়ের বন্ধু, আঁধার নিশীথে ভাসায়েছি মোরা ভাঙা তরী ॥

নূতন দিনের নব যাত্রীরা চলিবে বলিয়া এই পথে
বিছাইয়া যাই আমাদের প্রাণ, সুখ, দুখ, সব আজি হ'তে।
ভবিষ্যতের স্বাধীন পতাকা উড়িবে যে-দিন জয়-রথে
আমরা হাসিব দূর তারা-লোকে, ওগো তোমাদের সুখ স্মরি' ॥

যে দুর্দিনের নেমেছে বাদল তাহারি বজ্র শিরে ধরি'
ঝড়ের বন্ধু, আঁধার নিশীথে ভাসায়েছি মোরা ভাঙা তরী ॥

## চল্ চল্ চল্

কোরাস্ :

চল্ চল্ চল্ !
ঊর্ধ্বে গগনে বাজে মাদল,
নিম্নে উতলা ধরণী-তল,
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল্ রে চল্ রে চল্
চল্ চল্ চল্ ॥

ঊষার দুয়ারে হানি' আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,

আমরা টুটাব তিমির রাত,
বাধার বিন্ধ্যাচল।

নব নবীনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহাশ্মশান,
আমরা দানিব নতুন প্রাণ
বাহুতে নবীন বল।
চল্ রে নৌ-জোয়ান,
শোন্ রে পাতিয়া কান—
মৃত্যু-তোরণ-দুয়ারে-দুয়ারে
জীবনের আহ্বান
ভাঙ্ রে ভাঙ্ আগল মোগল
চল্ রে চল্ রে চল্
চল্ চল্ চল্ ॥

কোরাস্ :
ঊর্ধ্বে আদেশ হানিছে বাজ,
শহীদি-ঈদের সেনারা সাজ্,
দিকে দিকে চলে কুচ্‌কাওয়াজ—
খোল্ রে নিদ্-মহল্ !

কবে সে খেয়ালি বাদ্‌শাহী
সেই সে অতীতে আজো চাহি'
যাক্ মুসাফির গান গাহি'
ফেলিস্ অশ্রুজল।

যাক্ রে তখ্‌ত-তাউস
জাগ্ রে জাগ্ বেহুঁস !
ডুবিল রে দেখ্ কত পারস্য
কত রোম গ্রীক্ রুশ,



জাগিল তা'রা সকল,
জেগে ওঠ্ হীনবল !
আমরা গড়িব নতুন করিয়া
ধূলায় তাজমহল !
চল্ চল্ চল্ ॥

## ভোরের সানাই

বাজ্‌ল কি রে ভোরের সানাই
নিঁদ-মহলার আঁধার-পুরে।
শুন্‌ছি আজান গগন-তলে
অতীত-রাতের মিনার-চূড়ে ॥
সরাই-খানার যাত্রীরা কি
"বন্ধু জাগো" উঠ্‌ল হাঁকি'?
নীড় ছেড়ে ঐ প্রভাত-পাখি
গুলিস্তানে চল্‌ল উড়ে ॥
আজ কি আবার কা'বার পথে
ভিড় জমেছে প্রভাত হ'তে।
নাম্‌ল কি ফের হাজার স্রোতে
"হেরা"র জ্যোতি জগৎ জুড়ে ॥
আবার খালেদ তারিক মুসা
আন্‌ল কি খুন-রঙিন্ ভূষা,
আস্‌ল ছুটে হাসীন্ ঊষা
নও-বেলালের শিরীন্, সুরে ॥
তীর্থ-পথিক দেশ-বিদেশের
আর্‌ফাতে আজ জুট্‌ল কি ফের,
"লা শারীক আল্লাহ্"—মন্ত্রের
নাম্‌ল কি বান পাহাড় "তুরে" ॥
আঁজ্‌লা ভ'রে আন্‌ল কি প্রাণ
কার্‌বালাতে বীর শহীদান,
আজকে রওশন জমীন-আস্‌মান
নওজোয়ানীর সুর্‌খ্ নূরে ॥

## যৌবন-জল-তরঙ্গ

এই যৌবন-জল-তরঙ্গ রোধিবি কি দিয়া বালির বাঁধ ?
কে রোধিবি এই জোয়ারের টান গগনে যখন উঠেছে চাঁদ ?
যে সিন্ধু-জলে ডাকিয়াছে বান—তাহারি তরে এ চন্দ্রোদয়,
বাঁধ বেঁধে থির আছে নালা ডোবা, চাঁদের উদয় তাদের নয় !
যে বান ডেকেছে প্রাণ-দরিয়ায়, মাঠে ঘাটে বাটে নেমেছে ঢল,
জীর্ণ শাখায় বসিয়া শকুনি শাপ দিক্ তাঁরে অনর্গল।
সারস মরাল ছুটে আয় তোরা ! ভাসিল কুলায় যে-বন্যায়
সেই তরঙ্গে ঝাঁপায়ে দুল্ রে সর্বনাশের নীল দোলায় !
খর স্রোতজলে কাদা-গোলা ব'লে গ্রীবা নাড়ে তীরে জরদ্‌গব,
গলিত শবের ভাগাড়ের ওরা, ওরা মৃত্যুর করে স্তব।
ওরাই বাহন জরা-মৃত্যুর, দেখিয়া ওদের হিংস্র চোখ—
রে ভোরের পাখি ! জীবন-প্রভাতে গাহিবি না নব পুণ্য-শ্লোক ?
ওরা নিষেধের প্রহরী পুলিশ, বিধাতার নয়—ওরা বিধির !
ওরাই কাফের, মানুষের ওরা তিলে তিলে শুষে প্রাণ-রুধির !

বল্ তোরা নব-জীবনের ঢল ! হোক ঘোলা—তবু এই সলিল
চির-যৌবন দিয়াছে ধরারে, গেরুয়া মাটিরে করেছে নীল !
নিজেদের চারধারে বাঁধ বেঁধে মৃত্যু-বীজাণু যারা জিয়ায়,
তা'রা কি চিনিবে—মহাসিন্ধুর উদ্দেশে ছোটে স্রোত কোথায় !
স্থাণু গতিহীন প'ড়ে আছে তা'রা আপনারে লয়ে বাঁধিয়া চোখ্
কোটরের জীব, উহাদের তরে নহে উদীচীর ঊষা-আলোক।

আলোক হেরিয়া কোটরে থাকিয়া চ্যাঁচায় প্যাঁচারা, ওরা চ্যাঁচাক।
মোরা গাব গান, ওদেরে মারিতে আজো বেঁচে আছে দেদার কাক !
জীবনে যাদের ঘনা'ল সন্ধ্যা, আজ প্রভাতের শুনে আজান
বিছানায় শুয়ে যদি পাড়ে গালি, দিক্ গালি-তোরা দিস্‌নে কান।
উহাদের তরে হতেছে কালের গোরস্থানে রে গোর-খোদাই,
মোদের প্রাণের রাঙা জল্‌সাতে জরা-জীর্ণের দাওত নাই।



জিঞ্জির-পায়ে দাঁড়ে ব'সে টিয়া চানা খায়, গায় শিখানো বোল্,
আকাশের পাখি ! ঊর্ধ্বে উঠিয়া কণ্ঠে নতুন লহরী তোল্ !
তোরা ঊর্ধ্বের-অমৃত-লোকের, ছুড়ুক নীচেরা ধুলাবালি,
চাঁদেরে মলিন করিতে পারে না কেরোসিনী ডিবে-কালি ঢালি' !
বন্য-বরাহ পঙ্ক ছিটাক, পাঁকের ঊর্ধ্বে তোরা কমল ;
ওরা দিক্ কাদা, তোরা দে সুবাস, তোরা ফুল—ওরা পশুর দল !

তোদের শুভ্র গায়ে হানে ওরা আপন গায়ের গলিজ পাঁক,
যার যা দেবার সে দেয় তাহাই, স্বর্গের শিশু সহিয়া থাক্ !
শাখা ভ'রে আনে ফুল—ফল, সেথা নীড় রচি' গাহে পাখিরা গান,
নিচের মানুষ তাই ছোঁড়ে ঢিল, তরুর নহে সে অসম্মান।

কুসুমের শাখা ভাঙে বাঁদরের উৎপাতে, হায়, দেখিয়া তাই—
বাঁদর খুশিতে করে লাফালাফি, মানুষ আমরা লজ্জা পাই !
মাথার ঘায়েতে পাগল উহারা, নিস্‌নে তরুণ ওদের দোষ !
কাল হ'বে বা'র জানাজা যাহার, সে বুড়োর পরে বৃথা এ রোষ !

যে তরবারির পুণ্যে আবার সত্যেরে তোরা দানিবি তখ্‌ত,
ছুঁচো মেরে তার খোয়াস্‌নে মান, ফুরায়ে এসেছে ওদের ওক্‌ত্ !
যে বন কাটিয়া বসাবি নগর তাহার শাখার দুটো আঁচড়
লাগে যদি গা'য়, সয়ে যা না ভাই, আছে ত কুঠার হাতের 'পর।

যুগে যুগে ধরা করেছে শাসন গর্বোদ্ধত যে যৌবন—
মানে নি কখনো, আজো মানিবে না বৃদ্ধত্বের এই শাসন।
আমরা সৃজিব নতুন জগৎ আমরা গাহিব নতুন গান,
সম্ভ্রমে-নত এই ধরা নেবে অঞ্জলি পাতি' মোদের দান।
যুগে যুগে জরা বৃদ্ধত্বেরে দিয়াছি কবর মোরা তরুণ—
ওরা দিক্ গালি, মোরা হাসি' খালি বলিব "ইন্না ... রাজেউন !"

## রীফ-সর্দার

তোমারে আমরা ভুলেছি আজ,
হে নবযুগের নেপোলিয়ন্,
কোন্ সাগরের কোন্ সে পার
নিবু-নিবু আজ তব জীবন।

তোমার পরশে হ'ল মলিন
কোন্ সে দ্বীপের দীপালি-রাত,
বন্দিছে পদ সিন্ধুজল,
ঊর্ধ্বে শ্বসিছে ঝঞ্ঝাবাত।

তব অপমানে, বন্দী-রাজ,
লজ্জিত সারা নর-সমাজ,
কৃতঘ্নতা ও অবিশ্বাস
আজি বীরত্বে হানিছে লাজ।

মোরা জানি আর জানে জগৎ
শত্রু তোমারে করে নি জয়,
পাপ অন্যায় কপট ছল
হইয়াছে জয়ী, শত্রু নয়!

সম্মুখে রাখি' মায়া-মৃগ
পশ্চাৎ হ'তে হানে শায়ক—
বীর নহে তা'রা ঘৃণ্য ব্যাধ
বর্বর তা'রা নর-ঘাতক।

হে মরু-কেশরী আফ্রিকার!
কেশরীর সাথে হয় নি রণ,
তোমারে বন্দী করেছে আজ
সভ্য ব্যাধের ফাঁদ গোপন।



কামানের চাকা যথা অচল
রৌপ্যের চাকি ঢালে সেথায়,
এরাই য়ুরোপী বীরের জাত
শুনে লজ্জাও লজ্জা পায়!

তুমি দেখাইলে আজও ধরায়
শুধু খ্রিস্টের রাসভ নাই,
আজও আসে হেথা বীর মানব,
ইব্নে-করিম কামাল-ভাই।

আজও আসে হেথা ইব্নে-সৌদ্,
আমানুল্লাহ্, পহ্লবী,
আজও আসে হেথা আল্তাশ,
আসে সনৌসী—লাখ রবি।

* * *

তুমি দেখাইলে, পাহাড়ী গাঁয়
থাকে না ক' শুধু পাহাড়ী মেয়
পাহাড়েও হাসে তরুলতা
পাহাড়ের মত অটল দেশ।

থাকে না ক' সেথা শুধু পাথর,
সেথা থাকে বীর শ্রেষ্ঠ নর,
সেথা বন্দরে বানিয়া নাই
সেথা বন্দরে নাই বাঁদর!

শির-দার তুমি ছিলে রীফের,
পরনি ক' শিরে শরীফী তাজ,
মামুলি সেনার সাথে সমান
করেছ সেনানী কুচকাওয়াজ!

শুধু বীর নহ, তুমি মানুষ,
শাহী তখ্‌ত্‌ ছিল গিরি-পাষাণ,
রণভূমে ছিলে রণোন্মাদ,
দেশে ছিলে দোস্ত্‌ মেহেরবান।

রীফেতে যেদিন সভ্য ভূত
নাচিতে লাগিল তাথৈ থৈ,
আসমান হ'তে রীফ-বাসীর
শিরে ছড়াইল আগুন-খৈ,

কচি বাচ্চারে নারীদেরে
মারিল বক্ষে বিঁধে সঙীন,
যুদ্ধে আহত বন্দীরে
খুন ক'রে যার হাত রঙিন,

হয়েছে বন্দী তা'রা যখন—
(ওদের ভাষায়—হে "বর্বর" !)
করিয়াছ ক্ষমা তাহাদেরে,
তাহাদের করে রেখেছ কর।

ওগো বীর ! বীর বন্দীদের,
করনি ক' তুমি অসম্মান,
তাদের নারী ও শিশুদেরে
দিয়েছ ফিরায়ে—হরণি প্রাণ।

তুমি সভ্যতা-গর্বীদের
মিটাও নি শুধু যুদ্ধ-সাধ,
তাদেরে শিখালে মানবতা,
বীরও সে মানুষ, নহে নিষাদ।

*  *  *



বীরেরে আমরা করি সালাম,
শ্রদ্ধায় চুমি দস্ত্‌ দারাজ,
তোমারে স্মরিয়া কেন যেন
কেবলি অশ্রু ঝরিছে আজ।

তব পতনের কথা করুণ
পড়িতেছে মনে একে একে,
তব মহত্ত্ব তুমি নিজে
মানুষের বুকে গেলে লেখে।

মাসতুত ভাই চোরে চোরে—
ফ্রাঙ্গ স্পেন করি' আঁতাত্‌
হ'য়ে লাঞ্ছিত বারম্বার
হায়ওয়ান্‌ সাথে মিলাল হাত।

শয়তানী ছল ফেরেব-বাজ
ভুলাল দেশ-দ্রোহীর মন,
অর্থ তাদের করিল জয়
অস্ত্রে যাহারা জিনিল রণ।

স্বদেশবাসীরে কহ ডাকি'
অশ্রু-সিক্ত নয়নে, হায়—
"ভাঙে নাই বাহু, ভেঙেছে মন,
বিদায় বন্ধু, চির-বিদায় !"

বলিলে, "স্বদেশ ! রীফ-শরীফ !
পরানের চেয়ে প্রিয় আমার !
তুমি চেয়েছিলে মা আমায়,
সন্তান তব চাহে না আর !

"মাগো তোরে আমি ভালবাসি,
ভালবাসি মা তারও চেয়ে—
মোর চেয়ে প্রিয় রীফ-বাসী
তোর এ পাহাড়ী ছেলেমেয়ে !

"মা গো আজ তা'রা বোঝে যদি,
করিতেছি ক্ষতি আমি তাদের,
আমি চলিলাম, দেখিস, তুই,
তা'রা যেন হয় আজাদ ফের !"

দেশবাসী-তরে, মহাপ্রেমিক,
আপনারে বলি দিলে তুমি,
ধন্য হইল বেড়ী-শিকল
তোমার দস্ত-পদ চুমি' !

আজিকে তোমায় বুকে ধরি'
ধন্য হইল সাগর-দ্বীপ,
ধন্য হইল কারা-প্রাচীর,
ধন্য হইনু বদ্-নসীব।

কাঠ-মোল্লার মৌলবীর
যুজ্‌দানে ইস্‌লাম কয়েদ,
আজও ইসলাম আছে বেঁচে
তোমাদেরি বরে, মোজাদ্দেদ্ !

বদ্-কিস্‌মত্ শুধু রীফের
নহে বীর, ইসলাম-জাহান
তোমারে স্মরিয়া কাঁদিছে আজ,
নিখিল গাহিছে তোমার গান।



হে শাহান্‌শাহ্ বন্দীদের !
লাঞ্ছিত যুগে যুগাবতার !
তোমার পুণ্যে তীর্থ আজ
হ'ল গো কারার অন্ধকার !

তোমার পুণ্যে ধন্য আজ
মরু-আফ্রিকা মূর-আরব,
ধন্য হইল মুসলমান,
অধীন বিশ্ব করে স্তব।

জানি না আজিকে কোথা তুমি,
নয়ি দুনিয়ার মুসা তারিক !
আছে "দীন", নাই সিপা'-সালার,
আছে শাহী তখ্‌ত্, নাই মালিক।

মোরা যে ভুলেছি, ভুলিও বীর,
নাই স্মরণের সে অধিকার,
কাঁদিছে কাফেলা কারবালায়,
কে গাহিবে গান বন্দনার !

আজিকে জীবন—"ফোরাত"-তীর
এজিদের সেনা ঘিরিয়া ঐ,
শিরে দুর্দিন—রবি প্রখর,
পদতলে বালু ফোটায় খই।

জয়নাল সম মোরা সবাই
শুইয়া বিমারী খিমার মাঝ,
আফসোস্ করি কাঁদি শুধু,
দুশ্‌মন্ করে লুট্‌তরাজ !

আব্বাস সম তুমি হে বীর
গেণ্ডুয়া খেলি' অরি-শিরে
পঁহুছিলে একা ফোরাত-তীর,
ভরিলে মশক্ প্রাণ-নীরে।

তুমি এলে, সাথে এল না দম্ভ,
করিল শত্রু বাজু শহীদ,
তব হাত হ'তে আব-হায়াত
লুটে নিল ইউরোপ-এজিদ।

কাঁদিতেছি মোরা তাই শুধুই
দুর্ভাগ্যের তীরে বসি',
আকাশে মোদের ওঠে কেবল
মোহর্‌রমের লাল শশী !

এরি মাঝে কভু হেরি স্বপন—
ঐ বুঝি আসে খুশির ঈদ,
শহীদ হ'তে ত পারি না কেউ—
দেখি কে কোথায় হ'ল শহীদ !

ক্ষমিও বন্ধু, তব জাতের
অক্ষমতার এ অপরাধ,
তোমারে দেখিয়া হাঁকি সালাত,
ওগো মগ্‌রেবী ঈদের চাঁদ !

এ গ্লানি লজ্জা পরাজয়ের
নহে বীর, নহে তব তরে !
তিলে তিলে মরে ভীরু য়ুরোপ
তব সাথে তব কারা-ঘরে।



বন্দী আজিকে নহ তুমি,
বন্দী—দেশের অবিশ্বাস !
আসিছে ভাঙিয়া কারা-দুয়ার
সর্বগ্রাসীর সর্বনাশ !

## বাংলার "আজিজ"

পোহায় নি রাত, আজান তখনো দেয় নি মুয়াজ্জিন,
মুসলমানের রাত্রি তখন আর-সকলের দিন।
অঘোর ঘুমে ঘুমায় যখন বঙ্গ-মুসলমান,
সবার আগে জাগলে তুমি গাইলে জাগার গান।
ফজর বেলার নজর ওগো উঠ্‌লে মিনার 'পর,
ঘুম-টুটানো আজান দিলে—"আল্লাহো আক্‌বর !"
কোরান শুধু পড়্‌ল সবাই বুঝ্‌লে তুমি একা,
লেখার যত ইসলামী জোশ্ তোমায় দিল দেখা।

খাপে রেখে অসি যখন খাচ্ছিল সব মার,
আলোয় তোমার উঠলো নেচে দু'ধারী তল্‌য়ার !
চম্‌কে সবাই উঠ্‌ল জেগে, ঝল্‌সে গেল চোখ,
নৌজোয়ানীর খুন—জোশীতে মস্‌ত হ'ল সব লোক !
আঁধার রাতের যাত্রী যত উঠ্‌ল গেয়ে গান,
তোমার চোখে দেখল তা'রা আলোর অভিযান।
বেরিয়ে এল বিবর হ'তে সিংহ-শাবক দল,
যাদের প্রতাপ-দাপে আজি বাঙ্‌লা টলমল !
এলে নিশান্-বরদার্ বীর, দুশমন পর্দার,
লায়লা চিরে আন্‌লে নাহার, রাতের তারা-হার !

সাম্যবাদী ! নর-নারীরে কর্‌তে অভেদ জ্ঞান,
বন্দিনীদের গোরস্থানে রচ্‌লে গুলিস্তান !
শীতের জরা দূর হয়েছে, ফুটছে বাহার-গুল,
গুলশনে গুল ফুটল যখন—নাই তুমি বুল্‌বুল!
মশাল-বাহী বিশাল পুরুষ ! কোথায় তুমি আজ ?
অন্ধকারে হাত্‌ড়ে মরে অন্ধ এ-সমাজ।
নাই ক' সতুন, পড়ছে খসে ইসলামের আজ ছাদ ;
অত্যাচারের বিরুদ্ধে আর ঘোষ্‌বে কে জেহাদ ?

যেম্‌নি তুমি হাল্‌কা হলে আপ্‌না করি' দান,
শুন্‌লে হঠাৎ—আলোর পাখি—কাজ-হারানো গান !
ফুরিয়েছে কাজ, ডাক্‌ছে তবু হিন্দু-মুসলমান,
সবার "আজিজ", সবার প্রিয়, আবার গাহ গান !
আবার এসো সবার মাঝে শক্তিরূপে বীর,
হিন্দু-সবার গুরু ওগো, মুসলমানের পীর !

## সুরের দুলাল

পাকা ধানের গন্ধ-বিধুর হেমন্তের এই দিন-শেষে,
সুরের দুলাল, আস্‌লে ফিরে দিগ্‌বিজয়ীর বর-বেশে !
আজো মালা হয় নি গাঁথা হয় নি আজো গান রচন,
কুহেলিকার পর্দা-ঢাকা আজো ফুলের সিংহাসন।
অলস বেলায় হেলাফেলায় ঝিমায় রূপের রংমহল,
হয়নি ক' সাজ রূপ-কুমারীর, নিঁদ টুটেছে এই কেবল।
আয়োজনের অনেক বাকি—শুন্‌নু হঠাৎ খোশ্‌খবর,
ওরে অলস, রাখ্‌ আয়োজন, সুর-শা'জাদা আস্‌ল ঘর।



ওঠ্‌ রে সাকি, থাক্‌ না বাকি ভর্‌তে রে তোর লাল গেলাস,
শূন্য গেলাস ভর্‌ব—দিয়ে চোখের পানি মুখের হাস।

দম্ভ ভরে আস্‌লো না যে ধ্বজায় বেঁধে ঝড়-তুফান,
যাহার আসার খবর শুনে গর্জাল না তোপ-কামান,
কুসুম দলি' উড়িয়ে ধূলি আস্‌লো না যে রাজপথে—
আয়োজনের আড়াল তা'রে কর্‌ব গো আজ কোন্‌মতে।
সে এল গো যে-পথ দিয়ে স্বর্গে বহে সুর্‌ধুনী,
যে পথ দিয়ে ফেরে ধেনু মাঠের বেণুর রব শুনি'।
যেমন সহজ পথ দিয়ে গো ফসল আসে আঙ্গিনায়,
যেমন বিনা সমারোহে সাঁঝের পাখি যায় কুলায়।
সে এল যে আমন-ধানের নবান্ন উৎসব্‌-দিনে,
হিমেল হাওয়ায় অঘ্রাণের এই সুঘ্রাণেরি পথ চিনে।

আনে নি সে হরণ ক'রে রত্ন-মানিক সাত-রাজার,
সে এনেছে রূপকুমারীর আঁখির প্রসাদ, কণ্ঠহার।

সুরের সেতু বাঁধ্‌ল সে গো, উর্ধ্বে তাহার শুনি স্তব,
আস্‌ছে ভারত-তীর্থ লাগি' শ্বেত-দ্বীপের ময়-দানব।
পশ্চিমে আজ ডঙ্কা বাজে পুবের দেশের বন্দীদের,
বীণার গানে আমরা জয়ী, লাভ মুছেছি অদৃষ্টের।

কণ্ঠ তোমার যাদু জানে, বন্ধু ওগো দোসর মোর !
আস্‌লে ভেসে গানের ভেলায় বৃন্দাবনের বংশী-চোর।
তোমার গলার বিজয়-মালা বন্ধু একা নয় তোমার,
ঐ মালাতে রইল গাঁথা মোদের সবার পুরস্কার।
কখন আঁখির অগোচরে বস্‌লে জুড়ে হৃদয়-মন,
সেই হৃদয়ের লহ প্রীতি, সজল আঁখির জল্‌-লিখন।

## নিশীথ-অন্ধকারে

গান

একি বেদনার উঠিয়াছে ঢেউ দূর সিন্ধুর পারে
নিশীথ-অন্ধকারে।
পূরবের রবি ডুবিল গভীর বাদল-অশ্রু-ধারে
নিশীথ-অন্ধকারে ॥
ঘিরিয়াছে দিক ঘন ঘোর মেঘে,
পুবালি বাতাস বহিতেছে বেগে,
বন্দিনী মাতা একাকিনী জেগে কাঁদিতেছে কারাগারে,
শিয়রের দীপ যত সে জ্বালায় নিভে যায় বারে বারে।
নিশীথ-অন্ধকারে ॥

মুয়াজ্জিনের কণ্ঠ নীরব আজিকে মিনার-চূড়ে,
বহে না শিরাজ-বাগের নহর, বুলবুল গেছে উড়ে।
ছিল শুধু চাঁদ, গেছে তরবার,
সে চাঁদও আঁধারে ডুবিল এবার,
শিরতাজ-হারা কাঁদে মুসলিম অস্ত-তোরণ-দ্বারে।
উঠিতেছে সুর বিদায়-বিধুর পারাবার-পরপারে।
নিশীথ-অন্ধকারে ॥

ছিল না সে রাজা—কেঁপেছে বিশ্ব তবু গো প্রতাপে তার,
শত্রু-দুর্গে বন্দী থাকিয়া খোলে নি সে তরবার।
ছিল এ ভারত তারি পথ চাহি',
বুকে বুকে ছিল তারি বাদশাহী,
ছিল তার তরে ধূলার তখ্‌ত্ মানুষের দরবারে।
আজি [illegible] তারি তরবার ঝলসিছে বারে বারে।
নিশীথ-অন্ধকারে ॥



## শরৎচন্দ্র

চণ্ডবৃষ্টি-প্রপাত ছন্দ

নব ঋত্বিক নবযুগের!
নমস্কার! নমস্কার!
আলোকে তোমার পেনু আভাস
নওরোজের নব উষার!
তুমি গো বেদনা-সুন্দরের
দরদ্-ই-দিল্, নীল মানিক,
তোমার তিক্ত কণ্ঠে গো
ধ্বনিল সাম বেদনা-ঋক্।

হে উদীচি উষা চির-রাতের,
নরলোকের হে নারায়ণ!
মানুষ পারায়ে দেখিলে দিল্—
মন্দিরের দেব-আসন।
শিল্পী ও কবি আজ দেদার
ফুলবনের গাইছে গান,
আসমানী-মৌ স্বপনে গো
সাথে তাদের কর নি পান।
নিঙাড়িয়া ধূলা মাটির রস
পিইলে শিব নীল আসব,
দুঃখ কাঁটায় ক্ষত হিয়ার
তুমি তাপস শোনাও স্তব।
স্বর্গভ্রষ্ট প্রাণধারায়
তব জটায় দিলে গো ঠাঁই,
মৃত সাগরের এই সে দেশ
পেয়েছে প্রাণ আজিকে তাই।
পায়ে দলি' পাপ সংস্কার
খুলিলে বীর স্বর্গদ্বার,
শুনাইলে বাণী, "নহে মানব—
গাহি গো গান মানবতার।

মনুষ্যত্ব পাপী তাপীর
হয় না লয়, রয় গোপন,
প্রেমের যাদু-স্পর্শে সে
লভে অমর নব জীবন !"

নির্মমতায় নর-পশুর
হায় গো যার চোখের জল
বুকে জ'মে হ'ল হিম-পাষাণ,
হ'ল হৃদয় নীল গরল ;
প্রখর তোমার তপ-প্রভায়
বুকের হিম গিরি-তুষার—
গলিয়া নামিল প্রাণের ঢল,
হ'ল নিখিল মুক্ত-দ্বার।
শুভ্র হ'ল গো পাপ-মিলন
শুচি তোমার সমব্যথায়,
পাঁকের ঊর্ধ্বে ফুটিল ফুল
শঙ্কাহীন নগ্নতায় !

শাস্ত্র-শকুন নীতি-ন্যাকার
রুচি-শিবার হট্টরোল
ভাগাড়ে শ্মশানে উঠিল ঘোর,
কাঁদে সমাজ চর্মলোল !
ঊর্ধ্বে যতই কাদা ছিটায়
হিংসুকের নোংরা কর,
সে কাদা আসিয়া পড়ে সদাই
তাদেরি হীন মুখের 'পর !
চাঁদে কলঙ্ক দেখে যারা
জ্যোৎস্না তার দেখে নি, হায় !
ক্ষমা করিয়াছ তুমি, তাদের
লজ্জাহীন বিজ্ঞতায় !
আজ যবে সেই পেচক-দল
শুনি তোমার করে স্তব,



সেই ত তোমার শ্রেষ্ঠ জয়,
নিন্দুকের শঙ্খ-রব !

ধর্মের নামে যুধিষ্ঠির
"ইতি গজের" করুক ভান !
সব্যসাচী গো, ধর ধনুক—
হান প্রখর অগ্নিবাণ !
'পথের দাবী'র অসম্মান
হে দুর্জয়, কর গো ক্ষয় !
দেখাও স্বর্গ তব বিভায়
এই ধূলার ঊর্ধ্বে নয় !

দেখিছ কঠোর বর্তমান,
নয় তোমার ভাব-বিলাস,
তুমি মানুষের বেদনা-ঘায়
পাও নি গো ফুল-সুবাস।
তোমার সৃষ্টি মৃত্যুহীন
নব ধরার জীবন-বেদ,
কর নি মানুষে অবিশ্বাস
দেখিয়া পাপ পঙ্ক ক্লেদ।
পুষ্পবিলাস নয় তোমার
পাও নি তাই পুষ্প-হার,
বেদনা-আসনে বসায়ে আজ
করে নিখিল পূজা তোমার !

অসীম আকাশে বাঁধ নি ঘর
হে ধরণীর নীল দুলাল !
তব সাম-গান ধূলামাটির
র'বে অমর নিত্যকাল !
হয় ত আসিবে মহাপ্রলয়
এ দুনিয়ার দুঃখ-দিন
সব যাবে শুধু র'বে তোমার
অশ্রুজল অন্তহীন।
অথবা যেদিন পূর্ণতায়

সুন্দরের হবে বিকাশ,
সে দিনো কাঁদিয়া ফিরিবে এই
তব দুখের দীর্ঘশ্বাস।
মানুষের কবি ! যদি মাটির
এই মানুষ বাঁচিয়া রয়—
র'বে প্রিয় হয়ে হৃদি-ব্যথায়,
সর্বলোক গাহিবে জয় !

## অন্ধ স্বদেশ-দেবতা

ফাঁসির রশ্মি ধরি'
আসিছে অন্ধ স্বদেশ-দেবতা, পলে পলে অনুসরি'
মৃত্যু-গহন-যাত্রীদলের লাল পদাঙ্ক-রেখা।
যুগযুগান্ত-নির্জিত-ভালে নীল কলঙ্ক-লেখা !

নিরন্ধ্র মেঘে অন্ধ আকাশ, অন্ধ তিমির রাতি,
কুহেলি-অন্ধ দিগন্তিকার হস্তে নিভেছে বাতি,—
চলে পথহারা অন্ধ দেবতা ধীরে ধীরে এরি মাঝে,
সেই পথে ফেলে চরণ—যে পথে কঙ্কাল পায়ে বাজে !

নির্যাতনের যে যষ্টি দিয়া শত্রু আঘাত হানে
সেই যষ্টিরে দোসর করিয়া অলক্ষ্য পথ-পানে
চলেছে দেবতা—অন্ধ দেবতা—পায়ে পায়ে পলে পলে,
যত ঘিরে আসে পথ-সঙ্কট চলে তত নববলে।
ঢ'লে পড়ে পথ 'পরে,
নবীন মৃত্যু-যাত্রী আসিয়া তুলে ধরে বুকে ক'রে !

অন্ধ কারার বন্ধ দুয়ারে যথায় বন্দী জাগে,
যথায় বধ্য-মঞ্চ নিত্য রাঙিছে রক্ত-রাগে,



যথায় পিষ্ট হতেছে আত্মা নিষ্ঠুর মুঠি-তলে,
যথায় অন্ধ গুহায় ফণীর মাথায় মানিক জ্বলে,
যথায় বন্য শ্বাপদের সাথে নখর দন্ত লয়ে
জাগে বিনিদ্র-বন্য-তরুণ ক্ষুধার তাড়না সয়ে,
যথা প্রাণ দেয় বলির নারীরা যূপকাষ্ঠের ফাঁদে,—
সেই পথে চলে অন্ধ দেবতা, পথ চলে আর কাঁদে,—
"ওরে ওঠ্ ত্বরা করি',
তোদের রক্তে রাঙা উষা আসে, পোহাইছে বিভাবরী !"

তিমির রাত্রি, ছুটেছে যাত্রী নিরুদ্দেশের ডাকে,
জানে না কোথায় কোন্ পথে কোন্ ঊর্ধ্বে দেবতা হাঁকে।
শুনিয়াছে ডাক এই শুধু জানে ! আপনার অনুরাগে
মাতিয়া উঠেছে অলস চরণ, সম্মুখে পথ জাগে!
জাগে পথ, জাগে ঊর্ধ্বে দেবতা, এই দেখিয়াছে শুধু,
কে দেখে সে পথে চোরা বালুচর, পর্বত, মরু ধূ ধূ !
ছুটেছে পথিক, সাথে চলে পথ অমানিশি চলে সাথে,
পথে পড়ে ঢ'লে, মৃত্যুর ছলে ধরে দেবতার হাতে।
চলিতেছে পাশাপাশি—
মৃত্যু, তরুণ, অন্ধ দেবতা, নবীন উষার হাসি !

## পাথেয়

দরদ দিয়ে দেখ্‌ল না কেউ যাদের জীবন যাদের হিয়া,
তাদের তরে ঝড়ের রথে আয় রে পাগল দরদিয়া।
শূন্য তোদের ঝোলা-ঝুলি, তারি তোরা দর্প নিয়ে
দর্পীদের ঐ প্রাসাদ-চূড়ে রক্ত-নিশান যা' টাঙিয়ে।
মৃত্যু তোদের হাতের মুঠায়, সেই ত তোদের পরশ-মণি,
রবির আলোক ঢের সয়েছি, এবার তোরা আয় রে শনি !

## দাড়ি-বিলাপ*

হে আমার দাড়ি !
একাদশ বর্ষ পরে গেলে আজি ছাড়ি'
আমারে কাঙাল করি', শূন্য করি' বুক !
শূন্য এ চোয়াল আজি শূন্য এ চিবুক !

তোমার বিরহে বন্ধু, তোমার প্রেয়সী
ঝুরিছে শ্যামলী গুম্ফ ওষ্ঠকূলে বসি' ।
কপোল কপাল ঠুকি' করে হাহাকার—
"রে কপটি, রে সেফ্‌টি (Safety) জিলেট রেজার!"..

একে একে মনে পড়ে অতীতের কথা—
তখনো ফোটে নি মুখে দাড়ির মমতা !
তখনো এ গাল ছিল সাহারার মরু,
বে-পাল মাস্তুল কিম্বা বি-পল্লব তরু !
স্বজাতির ভীরুতার ইতিহাস স্মরি'
বাহিয়া বি-শ্মশ্রু গণ্ড অশ্রু যেত ঝরি' ।
নারী সম কেশ বেশ, নারীকেলী মুখ,
নারীকেলী হুঁকা খায় ! —পুরুষ উৎসুক
নারীর 'নেচার' নিতে, হা ভারত মাতা
নারী-মুণ্ড হ'ল আজি নর বিশ্বত্রাতা !

চলিত কাবুলিওয়ালা গুঁতো-হস্তে পথে
উড়ায়ে দাড়ির ধ্বজা, আফ্‌গানিয়া রথে
সুকৃষ্ণ নিশান যেন ! অবাক বিস্ময়ে
মহিলা-মহলে নিজ নারী-মুখ লয়ে
রহিতাম চাহি' আমি ঘুল্‌ঘুলি-ফাঁকে,
বেচারি বাঙালি দাড়ি, কে শুধায় তাকে ?
চলিত মটরু মিঞা চামারুর নানা,
মনে হ'ত, এ দাড়িও ধার ক'রে আনা

* কোনো প্রফেসর বন্ধুর দাড়ি-কর্তন উপলক্ষে রচিত।



কাবুলির দেনা-সাথে ! বাঙালির দাড়ি
বাঙালির শৌর্য-সাথে গিয়াছে গো ছাড়ি'।
দাড়ির দাড়িম্ব-বনে ফেরে না ক' আর
নির্মুক্ত হিড়িম্বা সতী, সে যুগ ফেরার !
জামাতারে হেরি' শ্বশ্রূ লুকাল যেমনি !...
"রেজারে" হেরিয়া শ্মশ্রু লুকাল তেমনি !

ভোজপুরী দারোয়ান তারও দাড়ি আছে,
চলিতে সে দাড়ি যেন শিখী-পুচ্ছ নাচে !
পাঞ্জাবি, বেলুচি, শিখ, বীর রাজপুত,
দরবেশ, মুনি, ঋষি, বাবাজি অদ্ভুত,
বোকেন্দ্র-গন্ধিত ছাগ সেও দাড়ি রাখে,
শিস্পাঞ্জী, গরিলা—হায়, বাদ দিই কা'কে !
এমন যে বটবৃক্ষ তারও নামে ঝুরি,
ঝুরি নয়, ও যে দাড়ি, করিয়াছে চুরি
বনের মানুষ হ'তে ! তাই সে বনস্পতি আজ !
দাড়ি রাখে গুল্মলতা রসুন পেঁয়াজ !
হাটে দাড়ি, মাঠে দাড়ি, দাড়ি চারিধার,
লক্ষধারে ঝরে যেন দাড়ি-বারিধার !
ঝরে যবে বৃষ্টিধারা নীল নভ বেয়ে'
মনে হয় গাড়ি গাড়ি দাড়ি গেছে ছেয়ে
ধরণীর চোখে-মুখে ; সে সুখ-আবেশে
নব নব পুষ্পে তৃণে ধরা ওঠে হেসে !

মুকুরে হেরিয়া নিজ বি-শ্মশ্রু বদন
লজ্জায় মুদিয়া যেত আপনি নয়ন।
হায় রে কাঙালি,
রহিলি তুই-ই রে হয়ে মাকুন্দা বাঙালি !
এতেক চিন্তিয়া এক ক্ষুর করি' ক্রয়
চাঁছিতে লাগিনু গাল সকল সময়।
বহু সাধ্য সাধনায় বহু বর্ষ পরে
উদিল নবীন দাড়ি ! যেন দিগন্তরে

কৃষ্ণ মেঘ দিল দেখা আজন্মার দেশে,
লালিমূলি-পার্শ্বেল যেন অঘ্রাণের শেষে !
সে দাড়ি-গৌরব বহি' সুউচ্চ মিনারে
দাঁড়াইয়া ঘোষিতাম, "এই দাড়িকারে
নিন্দে যারা, তা'রা ভীরু তা'রা কাপুরুষ !
হায় রে বেহুঁশ,
নারী ত নরের রূপ পেতে নাহি চায়,
তাদের হয় না দাড়ি, গুম্ফ না গজায় !
দাড়ি রাখি' হইয়াছি শ্রীহীন মিয়া !
কিন্তু বন্ধু, তোমরা যে শ্রীমতী অমিয়া
হইতেছ দিনে দিনে !
কেবা নর কেবা নারী কেহ নাহি চিনে !"
কে কাহার কথা শোনে, ওরা করে "শেভ্",
আমারে দেখিলে বলে—"ঐ অজদেব !"
হই অজ-মুণ্ড আমি তবু দক্ষ-রাজা,
দক্ষেরই জামাতা শিব—(খায় খা'ক গাঁজা !)
দিনে দিনে বাড়ে দাড়ি রেজার-কর্ষণে,
শস্য-শ্যামা ধরা যেন হলের ঘর্ষণে !

* * *

একাদশ বর্ষ পরে—হায় রে নিয়তি
কে জানে আমার ভাগ্যে ছিল এ দুর্গতি !
সেদিন কার্জন-হলে দিলীপকুমার
আসিল গাহিতে গান, কে করে শুমার
কত যে আসিল নর কত সে যে নারী !
ঠেসাঠেসি ঘেঁষাঘেঁষি, কত ধুতি শাড়ি
ছিঁড়িল পশিতে সেথা ! চেনা নাহি যায়
কেবা নর কেবা নারী—এক কেশ এক বেশ, হায় !
সে নিখিল নারী-সভা-মাঝে
হেরিলাম, আমারি সে জয়ডঙ্কা বাজে
মুখে মুখে দিকে দিকে ! আমি কৃষ্ণ-সম
একাকী পুরুষ বিরাজিনু অনুপম।
সম্মুখে বালিকা এক গাহিতে বসিয়া



ভুলি' গেল সুর-লয় মোরে নিরখিয়া।
বলে, "মাগো, ও কি দাড়ি দেখে ভয় লাগে !
সুর মম ভয়ে সারদার কোল মাগে,
বাহিরিতে চাহে না ক'।
উহারে সম্মুখ হতে সরাইয়া রাখ !!"

গর্বে নাড়ি' দাড়ি
কহিলাম—"গান ! তব সাথে মম আড়ি !"
সরোষে যেমনি যাব বাহিরিতে আমি,
বিস্ময়ে হেরিনু মম দাড়ি গেছে থামি'
বাঁধিয়া সুন্দরী এক মহিলার ব্রোচে !
হায় রে নির্লাজী নারী ! দাড়ি ধ'রে নাচে
এমনি করিয়া কি গো ? যদি দৈবক্রমে
বাঁধিয়া যায় গো দাড়ি নিমিষের ভ্রমে ?

চিৎকারিল নারীদল নব নব সুরে,
বানর নরের দল হাসিল অদূরে
ঝিঁঝিট-খাম্বাজে কেহ, কেহ মালকোষে,
হিন্দোলে হুঙ্কারে কেহ ওস্তাদি আক্রোশে !
আসিল নারীর স্বামী, স্বামীর শ্যালক,
পলাইতে যত চাহি পিছে লাগে শক্ !
দেখেছি অনেক ব্রোচ, বহু সেফ্‌টিপিন,
হেরি নি নাছোড়বান্দা হেন কোনোদিন।
আমারও স্ত্রীর ব্রোচ কাঁটা বহুবার
বাঁধিয়াই ছাড়িয়াছে তখনি আবার !
যত পালাইতে চাই তত বাঁধে দাড়ি,
দাড়ি লয়ে পড়ে গেল শেষে কাড়াকাড়ি
পুরুষ নারীর মাঝে ! ক্ষুরে ও কাঁচিতে
হাসিতে হল্লাতে গোলে কাশিতে হাঁচিতে
লাগিল ভীষণ দ্বন্দ্ব !... যখন চেতনা
ফিরিয়া পাইনু গৃহে, হেরি আনমনা

হাসিছে গৃহিণী মম বাতায়নে বসি'।
জাগিতে দেখিয়া কহে, "এতদিনে শশী
হ'ল মেঘ-মুক্ত প্রিয় !" মুকুরে হেরিয়া মুখ কহিলাম আমি,
"আমি কই ?" সে কহিল, "মুকুরেতে স্বামী !"

## তর্পণ

স্বর্গীয় দেশবন্ধুর চতুর্থ বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে

—আজিও তেমনি করি'
আষাঢ়ের মেঘ ঘনায়ে এসেছে
ভারত-ভাগ্য ভরি'।
আকাশ ভাঙিয়া তেমনি বাদল
ঝরে সারা দিনমান,
দিন না ফুরাতে দিনের সূর্য
মেঘে হ'ল অবসান !
আকাশে খুঁজিছে বিজলি-প্রদীপ,
খোঁজে চিতা নদী-কূলে,
কার নয়নের মণি হারায়েছে
হেথা অঞ্চল খুলে।
বজ্রে বজ্রে হাহাকার ওঠে,
খেয়ে বিদ্যুৎ-কশা
স্বর্গে ছুটেছে সিন্ধু—
ঐরাবত দীর্ঘশ্বসা।
ধরায় যে ছিল দেবতা, তাহারে
স্বর্গ করেছে চুরি,
অভিযানে চলে ধরণীর সেনা,
অশনিতে বাজে তূরী।



ধরণীর শ্বাস ধূমায়িত হ'ল
পুঞ্জিত কালো মেঘে,
চিতা-চুল্লীতে শোকের পাবক
নিভে না বাতাস লেগে।
শ্মশানের চিতা যদি নেভে, তবু
জ্বলে স্মরণের চিতা,
এ-পারের প্রাণ-স্নেহরসে হ'ল
ও-পার দীপান্বিতা।

—হতভাগ্যের জাতি,
উৎসব নাই, শ্রাদ্ধ করিয়া
কাটাই দিবস রাতি !
কেবলি বাদল, চোখের বরষা,
যদি বা বাদল থামে—
ওঠে না সূর্য আকাশে তুলিয়া
রামধনুও না নামে !
ত্রিশ জনে করে প্রায়শ্চিত্ত
ত্রিশ কোটির সে পাপ,
স্বর্গ হইতে বর আনি, আসে
রসাতল হতে শাপ !
হে দেশবন্ধু, হয় ত স্বর্গে
দেবেন্দ্র হয়ে তুমি
জানি না কি চোখে দেখিছ পাপের
ভীরুর ভারতভূমি !
মোদের ভাগ্যে ভাস্কর সম
উঠেছিলে তুমি তবু,
বাহির আঁধার ঘুচালে, ঘুচিল
মনের তম কি কভু?
সূর্য-আলোক মনের আঁধার
ঘোচে না, অশনি-ঘাতে
ঘুচাও ঘুচাও জাতের লজ্জা
মরণ-চরণ-পাতে !

অমৃতে বাঁচাতে পারো নি এ দেশ,
ওগো মৃত্যুঞ্জয়,
স্বর্গ হইতে পাঠাও এবার
মৃত্যুর বরাভয় !
ক্ষীণ শ্রদ্ধার শ্রাদ্ধ-বাসরে
কি মন্ত্র উচ্চারি'
তোমারে তুষিব, আমরা ত নহি
শ্রাদ্ধের অধিকারী !
শ্রদ্ধা দানিবে শ্রাদ্ধ করিবে
বীর অনাগত তা'রা—
স্বাধীন দেশের প্রভাত-সূর্যে
বন্দিবে তোমা' যারা !

bi

## না-আসা-দিনের কবির প্রতি

জবা-কুসুম-সঙ্কাশ রাঙা অরুণ রবি
তোমরা উঠিছ ; না-আসা দিনের তোমরা কবি।
যে-রাঙা প্রভাত দেখিবার আশে আমরা জাগি
তোমরা জাগিছ দলে দলে পাখি তারির লাগি'।
স্তব-গান গাই আমি তোমাদেরি আসার আশে,
তোমরা উদিবে আমার রচিত নীল আকাশে।
আমি রেখে যাই আমার নমস্কারের স্মৃতি—
আমার বীণায় গাহিও নতুন দিনের গীতি !

:: END ::